এই দীনতা ক্ষমা করো

কর্ণফুলী'র আত্মপক্ষ সমর্থন

স্বাধীনতার লেখা আহ্বান করে আমরা কোন পুর্ব-ঘোষনা বা বিজ্ঞপ্তি দেইনি তবুও তুন্দ্রাঞ্চলের পাইন গাছের পাদদেশে নিশিভর হিমবাতাসে উড়ে আসা ভোরের শুভ্র তুষার স্তুপের মত প্রচুর প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প তাবৎ বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা আমাদের অজস্র গুনগ্রাহী ও সম্পদতুল্য লেখকদের কাছ থেকে আমাদের নড়বড়ে টেবিলের পাটাতনে এসে জমা হয়েছে। আমরা আশংকা করছি সে 'লেখা-সম্পদ' ভারে কখন না জানি আমাদের টেবিলটি আবার ধ্বসে পড়ে। প্রবাসী জীবনের নিত্যনৈমিত্তিক দায়বদ্ধতাকে কাঁধে নিয়ে আমরা যাচাই-বাছাই করে হাতের-কড়ে গোনা মাত্র কয়েকটি লেখাকে মহান স্বাধীনতা দিবসের জন্যে এ হপ্তায় নিবেদন করছি। স্বাধীনতার বাকি লেখাগুলো পড়ে থাকলো অভিমানে, রোষে। কিন্তু উপায় নেই, কারণ নিয়ম-নীতির কঠোর শৃঙ্খলে আমাদের হাত-বাঁধা। সাতদিনের এ পত্রিকায় একটি নির্দিষ্ঠ সংখ্যক লেখার বেশী ছাপবোনা, এটি আমাদের আদি-সিদ্ধান্ত। তাই আমাদের টেবিলে জমে থাকা লেখাগুলোর হিসেবে আনুমানিক দশ সপ্তাহ পেছনে এখন আমরা পড়ে আছি। সাত সপ্তাহ ধরে পড়ে থাকা 'সমকামী যীশু ও রক্তাত্ত ক্রুশ' নামক গবেষনা ও তথ্যবহুল প্রবন্ধটির বিদগ্ধ লেখক সাবেরী এ্যডেলেইডে বসে আমাদের গ্রীবার ঠিক দেড়শ-মিটার উপরে 'গিলোটিন' ঝুলিয়ে রেখেছেন। কেন পড়ে আছে, কেন ছাপছেন না, নানা প্রশ্নবানে জর্জরিত কর্ণফুলী পরিবার। আর 'মার্চ, ভাসানি ও মুজিব' এর মত সময়পযোগী লেখাটি ঐতিহাসিক মার্চ মাসেই ছাড়তে পারিনি বলে পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার লেখক মাশরাফী'র ফোনে এখন আমরা আর কান রাখতে পারিনা। আর লেখিকা ফ্লোরেন্স খান পুতুলের ফোনেই সেদিন শুনা গেছে তার লেখার পান্ডুলিপি ছিঁড়ে ফেলার আর্তনাদ। ইতিমধ্যে বাংলাদেশের দু'জন লেখক ও কবি ইমেইল ও রেজিষ্ট্রি ডাকযোগে কর্ণফুলীকে অভিমানি-হুমকি দিয়েছেন। কষ্টের কালি-ঝরা তাঁদের লেখাগুলো দীর্ঘদিন পড়ে থাকার হেতু জানতে চেয়ে বলেছেন তাদের লেখাগুলো নিয়মিত প্রতি হপ্তা না ছাপলে তাঁরা আর কর্ণফুলীতে লিখবেন না। সিডনী'র দু'একজন লেখক-লেখিকাও একই সুরে আমাদের কানের কাছে গুনগুন করছে। এ যেন শ্বাস-কষ্ট রোগীর নাসীকারন্ধ্রে কার্বন-ডাই-অক্সাইড দিয়ে একের পর এক হাতপাখা বুলানো। আমাদের সীমিত ক্ষমতার জন্যে পুনরায় করজোড়ে বিনীতভাবে সকল লেখক-কবি-প্রাবন্ধিকের কাছে ক্ষমা চাইছি। সপ্তাহিক নির্ধারিত সংখ্যক লেখার বেশী আমরা ছাপতে পারছিনা। আনুষাঙ্গিক অনেক প্রতিবন্ধকতাকে নিয়ে প্রবাসে কর্ণফুলী'র সাম্পানকে তবুও চাইছি ভরপুর আর টইটুম্বর রাখতে। প্রতিটি লেখক-লেখিকার কাছে মিনতি করছি, আমাদের সাধ্যকে প্রশংসা না করুন কিন্তু তিরষ্কার করে অনুগ্রহপুর্বক দুরে সরে যাবেন না।

গেল হপ্তায় ম্যানীলা (ফিলিপিন্স) ও ত্রিনিদাদ (দঃ আমেরিকা) থেকে দুজন লেখক যে দুটো সুন্দর ও সুখপাঠ্য লেখা আমাদের পাঠিয়েছেন তা আগে অন্য আরেকটি আন্তর্জালে ছাপা হয়েছে বলে আমরা তা ছাপাতে পারলামনা। আমাদের নীতিনুসারে, কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, পুর্ব-প্রকাশিত কোন লেখা আমরা আপাততঃ ছাপছিনা। তাই সকল আগ্রহী লেখক-

লেখিকাদের প্রতি আবেদন তাঁরা যেন আমাদের 'কুমারী' লেখাগুলো দেন, কথাদিলাম আমরা তা সযতনে কর্ণফুলীতে ছাপিয়ে দেব। অনেক আগে লেখা হয়েছে অথচ আজব্দি কোথাও ছাপা হয়নি সেরকম কোন 'আইবুড়ো' লেখা পাঠালেও আমাদের কোন আপত্তি নেই। শুধুমাত্র লেখার কৌমার্যতা থাকলেই হলো।

সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে একজন অভাগী নারী আমাদের কর্ণফুলীকে একটি খোলাচিঠি পাঠিয়েছেন। সোয়াকুড়ি বয়সি লেখিকা তার নয়নজলে ভেজা পত্রটি সিডনী'র আরো অন্যান্য হতভাগা ও বিচ্ছিন্ন কপোত-কপোতীর উদ্দেশ্যে নিবেদন করার জন্যে আমাদের কাছে আকুল আবেদন করেছেন। শ্বাশ্বত গ্রাম বাংলার বিরহের গান, 'ওহ্-কি গাড়িয়াল ভাই, কত আমি রব পন্থ পানে চাহিয়া' সুরের গান বুকে নিয়ে এ হতভাগা পত্রলেখিকা সমাজছাড়া হয়ে আজো তার প্রান-পতি'র অপেক্ষায় মুখ-থুবড়ে মেঠোপথে পড়ে আছে। তাঁর পত্রের করুন ভাষায় জানা গেছে যে তিনি একজন অমুসলিম ও তাঁর স্বামী একজন মুসলিম। সমাজের সকল বাঁধা উপেক্ষা করে কৃষ্ণ পক্ষের কোন এক তিথীতে মা-কালীকে সাক্ষী রেখে দেশের একটি মন্দিরে দুজনে কণ্টকহীন ফুলে-গাঁথা বিয়ের একজোড়া মালাবদল করেছিল। নিয়তির নির্মম পরিহাস, ধর্মিয় দুরত্ব তাদেরকে শারিরীকভাবেও আজ দুরে ঠেলে দিয়েছে। হতভাগিনী পরে কোনভাবে

শুনতে পায় যে তার প্রাণপতি 'গাড়িয়াল-ভাই' এখানে অন্যজনের পানীগ্রহণ করে অষ্ট-আঙ্গুলে আজ কষ্ট করে অষ্ট্রেলিয়ার মাটি আঁকড়ে পড়ে আছে। তাঁর প্রাণপতি অষ্ট্রেলিয়াতে 'মৌসুমী' নামে একটি বাংলাদেশী ছাত্রিকে 'কাগুজে-শাদি' করেছেন বলে তিনি তার পত্রে উল্লেখ করেছেন। কর্ণফুলী'র বেশ কিছু পাঠক ও সিডনীর কয়েকটি বাংলা মিডিয়া হতভাগা অমুসলিম মেয়েটির কষ্টের কথা ও বিকলধারার সাধারণ 'সম-ফাঁদক' প্রতারক 'গাড়িয়াল-ভাই' এবং তার বর্তমান স্ত্রী 'মৌসুমী'র মুখোশ উম্মোচন করার জন্যে আমাদের উপর নৈতিক দাবী'র চাপ রাখছেন। সে হতভাগীর 'খোলাচিঠি'টি যেহেতু কর্ণফুলী'র উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ থেকে এসেছে সেহেতু তা ছাপানোর দায়ীত্বও কর্ণফুলীরই বলে তারা দাবী করছেন। 'মৌসুমী-দম্পতি'র সাজানো মাইগ্রেশন পরিকল্পনা কর্ণফুলী'র বিষয় নয়, তাই আমরা আপাতত তা প্রকাশ করতে পারছিনা বলে দাবীকৃত সকলের কাছে করজোড়ে ক্ষমা চাইছি। তবে 'গাড়িয়াল-ভাই' কর্তৃক প্রতারিত তার প্রাক্তন অমুসলীম স্ত্রীর 'খোলাচিঠি'টি আমরা আগামীতে যেকোন সময় কর্ণফুলীতে ছাপবো বলে আশা করি। করুন ভাষার এ চিঠির ক্ষতশব্দ ও আর্তনাদের বাক্য থেকে বিরহী প্রবাসী অনেক বঙ্গ প্রেমিক-প্রেমিকারা হয়তবা নিজেদের খুঁজে পাবেন।

সিডনী'র বিপুল সংখ্যক গন্যমান্য বাংলাদেশী ব্যক্তিত্বগন দীর্ঘদিন অত্যাচার ও প্রতিনিয়ত হুমকিতে সন্ত্রস্থ হয়ে নেহায়েত কর্ণফুলী'র দ্বারস্থ হয়ে 'বধ্যভুমি'র 'সম-ফাঁদক' ও তার রেডিও-দোসর এর এক্সরে-তথ্য জানার জন্যে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে অপেক্ষায় বসে আছেন। তাদের শীর্ষ

পরামর্শদাতা ও 'বধ্যভুমি'র বাংলা-টাইপিষ্ট বিকল ধারার বিকলাঙ্গ সভাপতি বিষয়েও জনগনের আগ্রহের অন্ত নাই। বিষয়গুলো খোলস-ছাড়া করতে সময় এখনো পরিপক্ক হয়নি বলে আমরা সকলের কাছে আপাতাত ক্ষমা চাইছি। আমাদের সহযাত্রী বাংলা মিডিয়া ও সিডনীর অগনিত বাংলাভাষী গুনগ্রাহীদের অনুরোধ করবো আরো কিছুদিন সবুর করার জন্যে এবং যত্ন সহকারে ঐ সম-লিঙ্গ যুগলের ভবিষ্যৎ কাজ-কর্ম অতি মনযোগ সহকারে অবলোকন ও শ্রবন করার জন্যে। সংশ্লিষ্ঠ কর্তৃপক্ষ তাদের দায়ীত্ব সমাপন শেষে সময় পরিপক্ক হলে কর্ণফুলী নিজ দায়ীত্বে এ খোলস খসানোর কাজটি কাঁধে নেবে (ইন্‌শাল্লা-হুল-আজীম)।

মহাচিন্তায় সম-লিঙ্গ যুগল, ওরা ভাবছে 'আমাদের মতো আর কাকে নাঙ্গা করা যায়! চল দোস্ত, যৌথভাবে তাহলে এবার একটি রেডিও খুলি'।

ইতিমধ্যে প্রবাসী সুশীল সমাজের প্রচুর বাংলাভাষী পাঠক খরস্রোতা কর্ণফুলী'র সচ্ছতা ও নির্ভীক সাম্পানওয়ালাদের দায়ীত্বপালন বিষয়ে আন্তরিকভাবে তাঁদের সাধুবাদ জানিয়েছেন। তারা মন্তব্য করছেন কর্ণফুলী'র সাম্পানের শক্ত বৈঠা'র আঘাতে সিডনীর বাংলাভাষী ইথার-তরংগ ও কাগজ মিডিয়াতে এক ধরনের ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে আর তাই সকল সিডনীবাসী এখন মুক্ত বাতাসে স্বস্থির শ্বাস নিতে পারছেন।

আগের সংখ্যায় ঘোষনা দিলেও চলতি সংখ্যা থেকে পাঠকদের পুনরায় স্মৃতির 'বধ্যভুমি'তে নিয়ে যাওয়ার কথা আমরা প্রায় পরিত্যাগ করেছিলাম। কিন্তু এরি মধ্যে সিডনী'র একজন লেখক, বিখ্যাত ছড়াকার ও বঙ্গ-বাগ্মী 'জোড়হাতে' মানসিকভাবে ধরাশায়ী হওয়ার কথা শুনে তার প্রতি সমবেদনা জানাতে আমরা 'বধ্যভুমি'তে স্মৃতি-বিচরন অধ্যায়ের ধারাবাহিকতা রাখবো বলে কঠোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সাংবাদিকতার নামে সিডনীতে গত প্রায় এক দশক আগে ঐ যুগল কি করেছিল তা এ প্রজন্মের সিডনী বাংলাভাষীদের দেখা একধরনের 'ফরজ' বলে কর্ণফুলী মনে করে। তাহলে চলুন স্মৃতির 'বধ্যভুমি'তে এখন। উপরের সমলিঙ্গ নাঙ্গা জানোয়ার যুগলের গায়ে মাউস্ রেখে 'ছোট্ট করে টোকা মারুন' এবং দেখুন ১৮ বছরের অভিজ্ঞ সাংবাদিকতা কাকে বলে।

ধারাবাহিক স্মৃতি-উপত্যকা ভ্রমনের জন্যে আগামি সংখ্যাগুলোতে দৃষ্টি রাখুন, দেখুন সাংবাদিকতার নামে 'ইধার্‌কা মাল উধার' ও বাংলা কাগজে 'ছবি জালিয়াতি' বিষয়ে কর্ণফুলী'র সাম্পান কি বয়ে নিয়ে আসছে। আগামী সংখ্যায় জুলাই ১৯৯৯ সনে এক বানরের স্ত্রী সম্পর্কে আরেক বানরের সিডনী-ব্যাপী ছড়ানো উড়োচিঠি সহ ডাকবিভাগের খামটি'র স্ক্যান ইমেজ দেখুন। সেই চিঠি বিষয়েই আজকের লিংক্‌ড 'প্রেস ক্লিপ' এ উল্লেখ করা আছে।